সারাৎসার

বিষয়

বাংলা কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব : প্রভাব ও প্রাসঙ্গিকতা

গবেষক—সৌমেন রক্ষিত

শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় মূলত আধ্যাত্মিকতার পরিসরে। উনিশ শতকীয় কলকাতাকেন্দ্রিক নবজাগরণের পরিমণ্ডলে যেখানে সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কারের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, সেই সময়েও রামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ বা ধর্মমত জনমানসকে আলোড়িত করেছিল। সেদিক থেকে রামকৃষ্ণদেব যে বাংলার একজন আলোকিত ব্যক্তিত্ব, তা অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, তাঁর সেই প্রভাব নাট্যজগতকেও প্রভাবিত করেছিল, সেকথাও ইতিহাসবিদিত। তাঁর ধর্মীয় জীবনাদর্শ একালেও প্রবহমান। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে তিনি নাট্যজগৎ ছেড়ে সাহিত্যের জগতেও স্বচ্ছন্দে উঠে এসেছেন। বিশেষ করে কথাসাহিত্যের মতো আধুনিক সাহিত্যশাখার মধ্যে তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব যেভাবে বিষয়-আশয় হয়ে উঠেছে, তা বিস্ময়কর। বিশেষ করে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসায় যেখানে কথাসাহিত্যের বুনিয়াদ বনেদি হয়ে ওঠে, সেখানে তাঁর মতো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক পরিসর আপনাতেই আবেদনক্ষম আমন্ত্রণের বিপ্রতীপে সক্রিয় মনে হয়। অথচ তাঁর সাধারণে অসাধারণ জীবনই কথাসাহিত্যের আকর হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে তাঁকে নিয়ে কথাসাহিত্যের পরিসর যেভাবে আভিজাত্য লাভ করেছে, তা বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে।

গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে অভিসন্দর্ভটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে কথাসাহিত্যে মহাজীবনের ধারাটি, সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা পরিব্যক্ত হয়েছে। এই অংশটিকে চারটি উপ-অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন রূপকে তুলে ধরা হয়েছে—যেমন মহাপুরুষ ও মহামানব রূপ, মানবতাবাদী সমাজ-সংস্কারক রূপ, ধর্মীয় চেতনায় আধুনিক দিশারির ভূমিকায় কিংবা মধ্যবিত্তের আত্মসংকটে পরম আশ্রয়দাতারূপে তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার কথা চিত্রিত হয়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ক্রমন্বয়ে বাংলা উপন্যাসে ও ছোটগল্পে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা পরিস্ফূট হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যের আধারে শ্রীরামকৃষ্ণ কীভাবে ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষে প্রাতিষ্ঠানিক বনেদিয়ানায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সবশেষে উপসংহারের মধ্য দিয়ে গবেষণাকর্মের মূল বিষয়টি সমাপ্ত হয়েছে।